যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

www.jrcb.gov.bd

পঞ্চম অধ্যায়: যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ

হিমালয় থেকে উৎপত্তি হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়া গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের এবং অহিমালয়ী নদী মেঘনার অবক্ষেপের কারণে বঙ্গীয় ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের বড় একটি অংশ এ ব-দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত। এ ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদী ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ভাটি অঞ্চলের দেশ। আন্তঃসীমান্ত গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা নদী অববাহিকার মোট এলাকা ১.৭২ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার এর বেশি। এ অববাহিকার মাত্র ৭ শতাংশ বাংলাদেশের মধ্যে এবং প্রায় ৯৩ শতাংশ বাংলাদেশের ভূখন্ডের বাইরে অবস্থিত। বাংলাদেশের উপর দিয়ে এ বিশাল অববাহিকার পানি প্রবাহিত হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে। ফলে বন্যা ব্যবস্থাপনাসহ পানি সম্পদের অববাহিকাভিত্তিক সঠিক ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ টেকসই পানি নিরাপত্তার লক্ষ্যে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন ও অববাহিকাভিত্তিক পানি সম্পদের যৌথ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

গঠন ও জনবল

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে দু'দেশের বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে অভিন্ন নদীর ব্যাপক জরিপ কার্যক্রম পরিচালন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য স্থায়ী ভিত্তিতে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। এছাড়া, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের বিস্তারিত প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রধান প্রধান নদ-নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের উপর সমীক্ষা পরিচালন, উভয় দেশের জনগণের পারস্পরিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে এতদ্‌াঞ্চলের পানি সম্পদের ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার এবং বাংলাদেশের সাথে ভারত সংলগ্ন এলাকায় পাওয়ার গ্রীড সংযোজনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য দু'দেশের বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের স্ট্যাটিউট (Statute) স্বাক্ষরিত হয়। মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ পক্ষের চেয়ারম্যান।

স্ট্যাটিউটে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন বিশেষভাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদন করবে মর্মে উল্লেখ রয়েছে:

ক. অংশগ্রহণকারী দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রেখে সর্বাধিক যৌথ ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিন্ন নদীসমূহ থেকে সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

খ. বন্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ উদ্ভাবন ও যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশকরণ;

গ. আগাম বন্যা সতর্কীকরণ, বন্যা পূর্বাভাস ও ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রস্তাব প্রণয়ন;

ঘ. দু'দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্পের সমীক্ষা পরিচালন যাতে করে উভয় দেশের জনসাধারণের পারস্পারিক সুফল আনয়নে আঞ্চলিক পানি সম্পদ সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যায়;

ঙ. উভয় দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সমস্যার উপর সমন্বিত গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের বাংলাদেশ পক্ষের কার্যাবলীসহ আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সরকার যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর ৪৮ জনবল বিশিষ্ট একটি সেট আপ অনুমোদন করেছে। সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

আন্তঃসীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন বিষয়ে ভারত ছাড়াও একই অববাহিকাভুক্ত অন্যান্য দেশ যথাঃ চীন ও নেপালের সঙ্গে যৌথ নদী কমিশনের আনুষ্ঠানিক সমঝোতা রয়েছে এবং উপরোক্ত দেশসমূহের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান আছে।

যৌথ নদী কমিশন গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন, বন্যা পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণমূলক কাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য কমিশনের মোট ৩৮টি সভা পর্যায়ক্রমে ঢাকা ও দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিশনের সর্বশেষ (৩৮তম) সভা আগস্ট, ২০২২ মাসে নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো

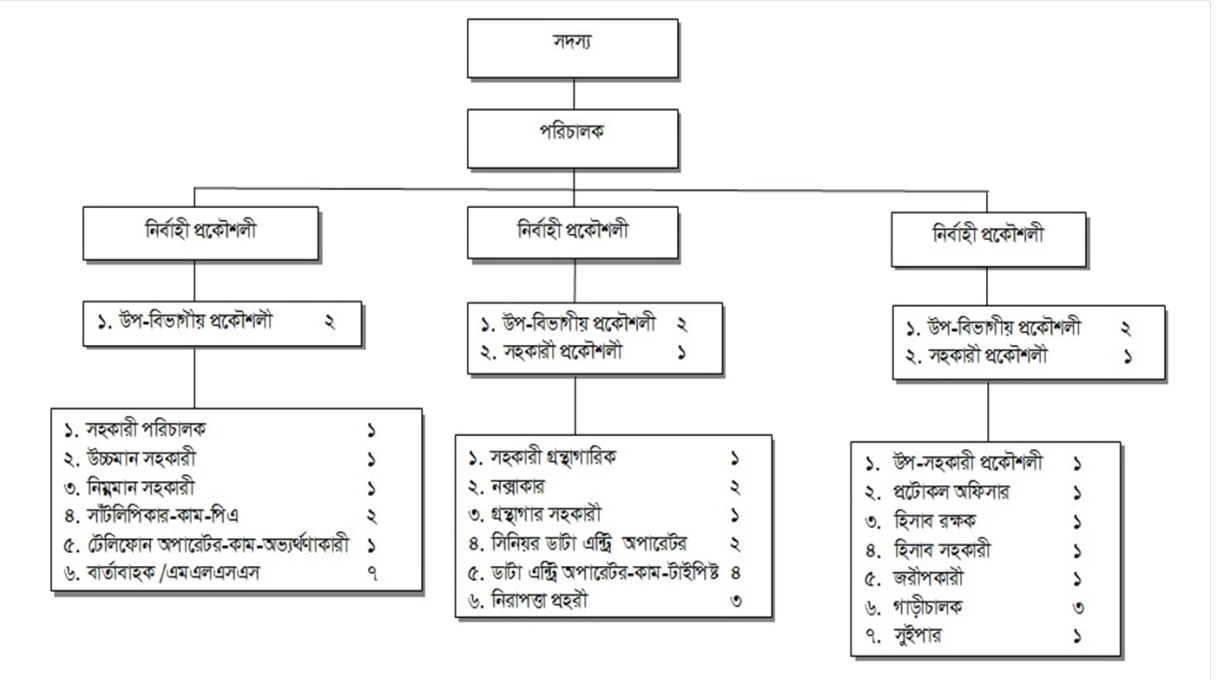

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর জনবলের বিবরণ (জুন, ২০২৩ অনুযায়ী)

গ্রেড	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
সরকার কর্তৃক নিজ বেতনক্রমে নিয়োগযোগ্য	১	১	০
৪র্থ	১	০	১
৫ম	৩	৩	০
৬ষ্ঠ	৬	২	৪
৯ম	৩	৩	০
১০ম	২	১	১
১১তম	৩	০	৩
১৩তম	৩	০	৩
১৫তম	৫	০	৫
১৬তম	১০	৫	৫
২০তম	৭	১	৬
আউটসোর্সিং/চুক্তি ভিত্তিক	৪	৪	০
মোট	৪৮	২০	২৮

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির বিবরণ (টিওএন্ডই)

ক্রমিক নং	অনুমোদিত যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা
১।	কার	১টি
২।	মাইক্রোবাস	২টি
৩।	মটর সাইকেল	১টি
৪।	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	৮টি
৫।	পাবলিক এড্রেস সিস্টেম	১টি
৬।	কম্পিউটার	২৩টি
৭।	ল্যাপটপ	২টি
৮।	স্ক্যানার	১টি
৯।	প্রিন্টার	৮টি
১০।	ফ্যাক্স মেসিন	১টি
১১।	ফটোকপিয়ার	২টি
১২।	মাল্টিমিডিয়া	১টি
১৩।	শ্রেডার মেশিন	২টি
১৪।	প্ল্যানিমিটার	২টি
১৫।	রোটোমিটার	২টি
১৬।	আইপিএস	২টি
১৭।	রেফ্রিজারেটর	১টি
১৮।	হ্যান্ড হেল্ড জিপিএস	১টি
১৯।	মাইক্রোওভেন	১টি
২০।	ক্যামেরা	১টি

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যাবলী

১. আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বণ্টন, যৌথ ব্যবস্থাপনা, বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়, ভারতীয় এলাকায় প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এবং সীমান্তবর্তী এলাকার বাঁধ ও নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে ভারতের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

২. ১৯৯৬ সালের গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির আওতায় প্রতি বছর ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ভারতের ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর প্রবাহ যৌথভাবে পর্যবেক্ষণ ও পানি বণ্টন এবং বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট প্রবাহ যৌথভাবে পর্যবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধান;

৩. আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকায় যৌথভাবে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন, পানি সম্পদের আহরণ ও উন্নয়ন, নেপালে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম এবং গবেষণা ও কারিগরী সংক্রান্ত বিষয়ে নেপালের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪. পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা, আন্তঃসীমান্ত নদী অববাহিকায় চীন কর্তৃক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম, ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বন্যা পূর্বাভাসের তথ্য-উপাত্ত বিনিময় ও সক্ষমতা বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনার জন্য চীনের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং

৫. যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের বাংলাদেশের সচিবালয়/ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করেঃ

- আন্তর্জাতিক সেচ ও নিষ্কাশন কমিশন (ICID) এর বাংলাদেশ সচিবালয়;
- ইন্টার-ইসলামিক নেটওয়ার্ক ফর ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট (INWRDAM) এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট;
- পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ইসলামি দেশসমূহের সংস্থা ওআইসি (OIC) এর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট এবং
- United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)-এর পানি সম্পদ সম্পর্কিত বাংলাদেশ ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের বিবরণ

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৮তম বৈঠক

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৮তম বৈঠক ২৫ আগস্ট ২০২২ ভারতের নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দেন মাননীয় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ ফারুক, এমপি। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পানি সম্পদ উপমন্ত্রী জনাব এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার। বৈঠকে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেন ভারতের জলশক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। উক্ত বৈঠকে কুশিয়ারা নদীর অভিন্ন এলাকা হতে বাংলাদেশ ও ভারত কর্তৃক পানি উত্তোলনের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর, তিস্তা ও ফেনীসহ অন্যান্য ৬টি নদীর (মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার) পানি বণ্টন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অভিন্ন নদীর অববাহিকা ভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ-ভারত সহযোগিতা সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের পূর্বে ২৩ আগস্ট ২০২২ ভারত-বাংলাদেশ পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠক নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার এবং ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেন ভারতের জলশক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্রী পংকজ কুমার।

ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৮তম বৈঠক, ২৫ আগস্ট ২০২২, নয়া দিল্লী, ভারত।

কুশিয়ারা নদীর পানি উত্তোলনে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের জলশক্তি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কুশিয়ারা নদীর অভিন্ন অংশ হতে উভয় দেশ কর্তৃক ১৫৩ কিউসেক পানি উত্তোলনের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়। ভারত ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের উপস্থিতিতে ভারতের নয়া দিল্লীতে এ সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকটির মেয়াদ ১৫ বছর এবং পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে উহা নবায়নযোগ্য।

কুশিয়ারা নদীর সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২, নয়া দিল্লী, ভারত।

সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত 'আপার সুরমা-কুশিয়ারা' প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, কানাইঘাট, সিলেট সদর ও জকিগঞ্জ উপজেলায় শুকনো মৌসুমে প্রায় ১০,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হবে।

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি

ভারত সত্তর দশকের প্রথম দিকে কোলকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষাকল্পে গঙ্গা নদী হতে পানি প্রত্যাহারের লক্ষ্যে ফারাক্কা নামক স্থানে একটি ব্যারেজ নির্মাণ করে। এ প্রেক্ষিতে ফিডার ক্যানেল চালুর জন্য ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে (৪১ দিন) সময়কালে ফারাক্কা পয়েন্ট থেকে ১১০০০ হতে ১৬০০০ কিউসেক পানি ভাগিরথী-হুগলী নদী দিয়ে প্রত্যাহারের নিমিত্ত ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীকালে দু'দেশের মধ্যে কোন সমঝোতা না হওয়ায় ১৯৭৬ সালের শুকনো মৌসুম থেকে ভারত একতরফাভাবে ফারাক্কায় পানি প্রত্যাহার শুরু করে। ফলে বাংলাদেশে এর বিরুপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং ভারতের সাথে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনার পর ৫ নভেম্বর, ১৯৭৭ সালে ভারতের সাথে শুকনো মৌসুমে (০১ জানুয়ারি-৩১ মে) ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন বিষয়ে পাঁচ বছরের স্বল্প মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির মেয়াদান্তে ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালে গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে দু'টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৯ হতে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত গঙ্গার পানি বণ্টন বিষয়ে কোন চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক ছিল না।

১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ফলপ্রসূ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার মাত্র ৬ মাসের মধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর শুকনো মৌসুমের (০১ জানুয়ারি হতে ৩১ মে) প্রবাহ বণ্টনের লক্ষ্যে ত্রিশ বছর মেয়াদি একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ১৯৯৭ সাল হতে প্রতিবছর শুকনো মৌসুমে ০১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়কালে ফারাক্কায় লব্ধ গঙ্গার পানি দু'দেশ বণ্টন করছে।

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী ২০২২ সালের শুকনো মৌসুমে পানি বণ্টন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটি কর্তৃক ২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনটি ডিসেম্বর, ২০২২ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৭৯তম সভায় চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদন ইতোমধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করা হয়েছে।

২০২৩ সালে গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তির বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি

১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরিত গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি অনুযায়ী ২০২৩ সালের শুকনো মৌসুমে ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২৩ সালের ০১ জানুয়ারি হতে ৩১ মে পর্যন্ত বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি বণ্টন সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরুপ:

(কিউসেক)

সময়		ফারাক্কায় গঙ্গার পানির মোট পরিমাণ	চুক্তির সংলগ্নি-১ এর বন্টন ফর্মুলা অনুযায়ী				বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে প্রাপ্ত পরিমাণ
			ফারাক্কায় বাংলাদেশের হিস্যা	ফারাক্কায় প্রাপ্ত বাংলাদেশের পরিমাণ	ফারাক্কায় ভারতের হিস্যা	ফারাক্কায় প্রাপ্ত ভারতের পরিমাণ	
জানুয়ারি	০১-১০	১,০৭,৮৭৪	৬৭,৮৭৪	৬৭,৮৭৪	৪০,০০০	৪০,০০০	৮৫,৩১৬
	১১-২০	৯৮,৫৪৩	৫৮,৫৪৩	৫৮,৫৪৩	৪০,০০০	৪০,০০০	৭০,৮২৭
	২১-৩১	১,০৪,০৮৮	৬৪,০৮৮	৬৪,০৮৮	৪০,০০০	৪০,০০০	৬৯,৯৯০
ফেব্রুয়ারি	০১-১০	১,০২,১৬০	৬২,১৬০	৬২,১৬০	৪০,০০০	৪০,০০০	৬৭,৩৬৪
	১১-২০	৯৭,৬২১	৫৭,৬২১	৫৭,৬২১	৪০,০০০	৪০,০০০	৫৯,৩৭৬
	২১-২৮	৮১,৮৭৭	৪১,৮৭৭	৪১,৮৭৭	৪০,০০০	৪০,০০০	৪৭,৮৯১
মার্চ	০১-১০	৬৯,৮৪৩	৩৪,৯২২	৩৪,৯২২	৩৪,৯২২	৩৪,৯২২	৪২,৩৭২
	১১-২০	৬৫,০৬৪	৩৫,০০০	৩৫,০০০	৩০,০৬৪	৩০,০৬৪	৪১,৩৬৮
	২১-৩১	৬৯,৬১৬	৩৪,৬১৬	৩৪,৬১৬	৩৫,০০০	৩৫,০০০	৪০,৩৯০
এপ্রিল	০১-১০	৭৭,২৬৩	৩৭,২৬৩	৩৭,২৬৩	৪০,০০০	৪০,০০০	৪২,০৭১
	১১-২০	৭১,৫৮৯	৩৫,০০০	৩৫,০০০	৩৬,৫৮৯	৩৬,৫৮৯	৩৬,৯৬০
	২১-৩০	৬৮,১২০	৩৫,০০০	৩৫,০০০	৩৩,১২০	৩৩,১২০	৩৭,১৯৬
মে	০১-১০	৬৭,৫৯৭	৩২,৫৯৭	৩২,৫৯৭	৩৫,০০০	৩৫,০০০	৩৮,৮৮৫
	১১-২০	৬০,৩৭৪	৩০,১৮৭	৩০,১৮৭	৩০,১৮৭	৩০,১৮৭	৩৮,৯৩৬
	২১-৩১	৬৫,৯৩০	৩২,৯৬৫	৩২,৯৬৫	৩২,৯৬৫	৩২,৯৬৫	৩৮,৪৩৬

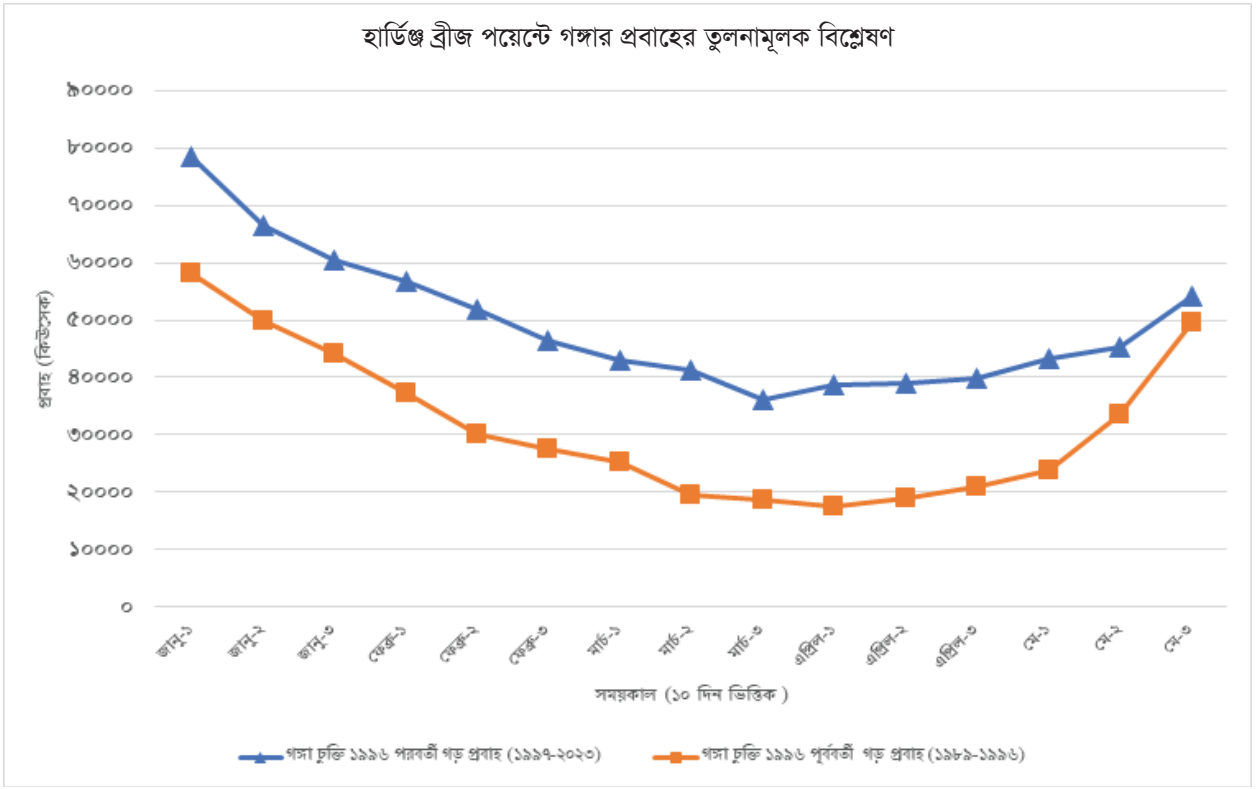

০৩ মার্চ, ২০২৩ তারিখ ভারতের কোলকাতায় অনুষ্ঠিত গঙ্গা নদীর পানি বন্টন সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটির ৮০ তম বৈঠক।

১১ মে, ২০২৩ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত গঙ্গা নদীর পানি বন্টন সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমিটির ৮১ তম বৈঠক।

তিস্তা নদীর পানি বণ্টন

গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির অনুচ্ছেদ ৯ এর আলোকে তিস্তা নদীর পানি বণ্টনকে অগ্রাধিকার প্রদান করে তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, মনু, মুহুরী, খোয়াই ও গোমতী নদীর পানি দু'দেশের মধ্যে বণ্টনের জন্য স্থায়ী/দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩২তম সভায় দু'দেশের পানি সম্পদ সচিবদ্বয়ের নেতৃত্বে যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়।

জানুয়ারি, ২০১১ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে শুকনো মৌসুমে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে উভয় দেশের সদস্য, যৌথ নদী কমিশন কর্তৃক প্রণীত চুক্তির একটি Framework এ দু'পক্ষ সম্মত হয়।

পরবর্তীতে ভারত ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকের যৌথ ঘোষণায় বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত Framework অনুযায়ী তিস্তার অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান।

২৫ আগস্ট, ২০২২ তারিখে মন্ত্রী পর্যায়ের ৩৮তম যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বন্টন চুক্তি দ্রুত স্বাক্ষর করার বিষয়ে ভারতীয় পক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়। এই বিষয়ে ভারতীয় পক্ষ ভারত সরকারের আন্তরিক প্রতিশ্রুতি ও অব্যাহত প্রচেষ্টার কথা পুনর্ব্যক্ত করে। বর্তমানে দু'দেশের মধ্যে তিস্তা নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের অপেক্ষায় রয়েছে।

ফেণী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বণ্টন

বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ে ১৯৯৭ সালে গঠিত যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির বৈঠকসহ বিভিন্ন বৈঠকে উপরোক্ত নদীসমূহের পানি বণ্টন বিষয়ে আলোচনা হয়।

গত ১০ জানুয়ারি, ২০১১ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে শুকনো মৌসুমে ফেণী নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তির একটি Framework চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মে, ২০১১ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত সময়কালে যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বিভিন্ন বৈঠকে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর অন্তর্বর্তীকালীন পানি বণ্টন চুক্তির Framework প্রস্তুতের জন্য কিছু তথ্য-উপাত্ত বিনিময় করা হয়েছে।

আগস্ট, ২০১৯ এ বাংলাদেশ ও ভারতের পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতী, ধরলা ও দুধকুমার নদীর অন্তবর্তীকালীন পানি বন্টন চুক্তির খসড়া প্রস্তুতের জন্য পানির প্রকৃত লভ্যতা নিরুপনের নিমিত্ত হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসে ভারতের সাথে বিনিময় করা হয়।

জানুয়ারি, ২০২১ মাসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠকে উপরোক্ত ছয়টি নদীর পানি বন্টন চুক্তির খসড়া ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন ও ইতোপূর্বে উভয় দেশ কর্তৃক বিনিময়কৃত তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আলোচনা শেষে আরো তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের বিষয়ে উভয় পক্ষ সম্মত হয়।

আগস্ট, ২০২২ মাসে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বিষয়টির উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা শেষে যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি কমিটিকে দ্রুততম সময়ে তথ্য-উপাত্ত বিনিময় সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে যৌথ নদী কমিশনের মন্ত্রী পর্যায়ের ৩৮ তম বৈঠকে এ বিষয়ে গুরত্ব প্রদান করা হয়। এছাড়া, উপরোক্ত ৬টি অভিন্ন নদী ব্যতিত আরও অধিক সংখ্যক নদী অন্তর্ভূক্ত করে তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে যৌথভাবে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের বিষয়ে বাংলাদেশের প্রস্তাবে ভারতীয় পক্ষ সম্মত হয়।

আন্তঃসীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ

২০০৩-২০০৪ হতে ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর পর্যন্ত পারস্পরিক সমঝোতার অভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। জানুয়ারি, ২০১০ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ থাকা আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে দু'পক্ষ একমত হয়।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ১২ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে নতুন দিল্লীতে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারের (Joint Communique) ২৮.বি. অনুচ্ছেদে উভয় দেশের মহানন্দা, করতোয়া, নাগর, কুলিক, আত্রাই, ধরলা এবং ফেণী নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রবাহিত বিভিন্ন আন্তঃসীমান্ত নদীর সীমান্ত এলাকার মূল্যবান ভূ-খন্ড, স্থাপনা ও বিওপি রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বিভিন্ন বৈঠকে বিনিময়কৃত তালিকা অনুযায়ী ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

আগস্ট, ২০২২ মাসে ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে উভয় পক্ষ মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে কোন ধরণের বাধা ছাড়া কাজগুলো বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সীমান্ত নদী সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় তিস্তা, ফেণী, কুশিয়ারা, মহানন্দা, আত্রাই ও গঙ্গাধর নদীতে তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বিষয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা

ভারত থেকে আন্তঃসীমান্ত নদীর বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত প্রেরণের বিষয়ে ১৯৭২ সাল থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। উক্ত ব্যবস্থার আওতায় বর্ষা মৌসুমে ভারত ১৫ মে হতে ১৫ অক্টোবর সময়কালে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার ৮টি নদীর ১৪টি স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে। এছাড়া, ভারত

কয়েকটি খরস্রোতা নদীর উপাত্ত ১ এপ্রিল থেকে সরবরাহ করে। ভারত থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন স্টেশনের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সর্বোচ্চ ১২০ ঘণ্টার বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ভারত থেকে বিভিন্ন নদীর বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিরতিহীনভাবে পাচ্ছে যা বাংলাদেশে ফলপ্রসূ বন্যা পূর্বাভাস প্রদানে সহায়তা করছে। ফলে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি আরো হ্রাসের নিমিত্ত বন্যা পূর্বাভাস আরো সঠিকভাবে প্রদানের লক্ষ্যে ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন নদীর আরো উজানের স্টেশনের তথ্য-উপাত্তের জন্য আলোচনা অব্যাহত আছে।

আগস্ট, ২০১৯ মাসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকের আলোচনার প্রেক্ষিতে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার আরো উজানের স্টেশনসমূহের বন্যা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহের জন্য "*Proposal for Enhanced Cooperation in Hydro-Meteorological & Morphological Data Sharing from India within the Ganges-Brahmaputra-Meghna (GBM) Basins for better Flood Forecasting and Management in Bangladesh*" অক্টোবর, ২০১৯ মাসে ভারতের সাথে বিনিময় করা হয়েছে। ভারতের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত আছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্প

বাংলাদেশে প্রবাহিত সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উজানের স্রোতধারা ভারতে বরাক নদী হিসেবে পরিচিত। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অমলশীদ নামক স্থান হতে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উজানে ভারত বরাক নদীতে টিপাইমুখ নামক স্থানে ড্যাম নির্মাণ করে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে মর্মে জানা যায়।

উল্লেখ্য, ভারত ২০০৯ সালের মে মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানায় যে, টিপাইমুখ ড্যাম প্রকল্পে কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং বরাক নদী হতে কোন পানি প্রত্যাহার করা হবে না। এছাড়া অদ্যাবধি উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি বলেও ভারত সরকার জানিয়েছে।

জাতীয় সংসদের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির নেতৃত্বে একটি বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদল গত ২৯ জুলাই হতে ০৪ আগস্ট, ২০০৯ সময় পর্যন্ত ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বহুমুখী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সাথে প্রতিনিধিদল পৃথকভাবে আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনাকালে ভারতের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী পুনঃনিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় কোন সেচ কম্পোনেন্ট নেই এবং ড্যামের ভাটিতে ফুলেরতল বা অন্য কোন স্থানে ব্যারাজ বা অন্য কোন পানি প্রত্যাহারমূলক অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে না। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধিদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এবং জাতীয় সংসদে এতদ্‌সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

জানুয়ারি, ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুনরায় আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পুনরায় উল্লেখ করে যে, প্রস্তাবিত টিপাইমুখ ড্যাম জলবিদ্যুৎ তৈরি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পানি প্রত্যাহারের জন্য নয়। বরং শুকনো মৌসুমে এর মাধ্যমে বরাক/মেঘনা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া ভারত পুনরায় আশ্বাস প্রদান করে যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

সেপ্টেম্বর, ২০১১ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনরায় আশ্বাস প্রদান করেছেন যে, ভারত কর্তৃক টিপাইমুখ প্রকল্পে এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে না যাতে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে।

সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে সফল আলোচনার ফলশ্রুতিতে, ভারতের পরিকল্পিত টিপাইমুখ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বিষয়ে গঠিত ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের অধীনস্থ সাবগ্রুপের আওতায় যৌথ সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। ভারত কর্তৃক সরবরাহকৃত সীমিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে অদ্যাবধি Mathematical Modelling ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে Impact Assessment এর বিষয়ে ২য় Interim Report প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া Mathematical Modelling এর Draft Final Report প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ভারত হতে প্রয়োজনীয় আরো অতিরিক্ত তথ্য উপাত্ত প্রাপ্ত হলে তা ব্যবহার করে Mathematical Model এর নির্ভরযোগ্য ফলাফল পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, ভারত সাব গ্রুপের ৩য় বৈঠকে (জানুয়ারি, ২০১৫) টিপাইমুখ প্রকল্পের আঙ্গিক পরিবর্তন হবে মর্মে অবহিত করেছে এবং পরিবর্তিত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করবে মর্মেও জানিয়েছে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে উল্লেখ করেন যে, সংবিধিবদ্ধ প্রয়োজনে টিপাইমুখ প্রকল্পের কাজ বর্তমান আঙ্গিকে এখন এগিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং এ বিষয়ে ভারত এককভাবে এমন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যাতে বাংলাদেশে বিরূপ প্রভাব পড়ে মর্মে অবহিত করেছেন।

যৌথ সমীক্ষা সম্পন্ন করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত তথ্য উপাত্ত বা পরিবর্তিত তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করতে ভারতীয় পক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প

ভারত ৩৭টি নদীর ৩০টি সংযোগের মাধ্যমে আন্তঃবেসিন পানি স্থানান্তরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। এ ৩০ টি সংযোগের মধ্যে ১৪ টি হিমালয়ান নদী ও ১৬ টি পেনিনসুলার নদীর সংযোগ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের বৈঠক ও আলোচনায় ভারত কর্তৃক পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর করা হলে বাংলাদেশের বিরূপ প্রভাব পড়বে মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং ভারত যেন হিমালয় নির্ভর নদী হতে পানি স্থানান্তর না করে সেজন্য বাংলাদেশের পক্ষ হতে ভারতকে অনুরোধ জানানো হয়।

মার্চ, ২০১০ মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের ৩৭তম বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ পূর্বের ন্যায় অভিমত ব্যক্ত করে যে, ভারত একক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় নির্ভর নদীর পানি প্রত্যাহার করবে না যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে পুনঃব্যক্ত করেন যে, তারা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের আওতায় হিমালয় হতে উৎসরিত নদীর পানি স্থানান্তরের বিষয়ে কোন একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যা বাংলাদেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

২৩ আগস্ট, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষ ভারতের পরিকল্পিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের ফলে হিমালয় হতে উৎপন্ন অনেক নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে মর্মে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশ পক্ষ হিমালয় অংশের নদীসমূহকে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত না করতে ভারতীয় পক্ষকে অনুরোধ জানায়। বৈঠকে ভারতীয় পক্ষ অবহিত করে যে, ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের বিষয়ে এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না যা বাংলাদেশের ক্ষতির কারণ হয়।

বাংলাদেশ ও নেপালের মধ্যে বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার সংক্রান্ত সহযোগিতা

১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালের দুটি প্রলয়ংকরী বন্যার পর দু'দেশের শীর্ষ পর্যায়ের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-নেপাল যৌথ স্টাডি টিম বন্যার প্রকোপ প্রশমন ও পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট প্রণয়নপূর্বক নিজ নিজ সরকারের নিকট পেশ করে যা দু'দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। বিগত ডিসেম্বর, ২০০১ সনে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, নেপালী পক্ষ নেপালে অবস্থিত নদীসমূহের বন্যা সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, নেপাল ২০০২ সালের বর্ষা মৌসুম হতে তাদের কোসি ও নারায়ণি নদীর পানির লেভেল ও বৃষ্টিপাত সংক্রান্ত উপাত্ত বাংলাদেশকে সরবরাহ করে আসছে।

উল্লেখ্য, দু'দেশের মধ্যে পানি সম্পদের আহরণ এবং বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রকোপ প্রশমনে যৌথ অনুসন্ধান, গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে উভয় দেশ কর্তৃক বিভিন্ন বিভাগসমূহ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ কারিগরি সমীক্ষা দল (JTST) গঠিত হয়েছে। উপরোক্ত সমীক্ষা পরিচালনার নিমিত্ত নেপালের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

নেপালে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠক

২৭-৩০ জুলাই, ২০২২ নেপালের কাঠমুন্ডুতে Bangladesh-Nepal Joint Expert Committee (JEC) এর ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার। বৈঠকে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক) বাংলাদেশ-নেপাল যৌথ কারিগরি সমীক্ষা দল (JTST) এর পুনর্গঠন করা হয়;

খ) পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরূপণ এবং তা মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে উপায় উদ্ভাবনের জন্য JTST-এর আওতায় যৌথ গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনা;

গ) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে Lead Time বৃদ্ধির লক্ষ্যে হাইড্রো-মেটিওরোলজিক্যাল (Hydro-Meteorological) তথ্য-উপাত্ত (Data and Information) বিনিময়ের লক্ষ্যে উভয় দেশের মধ্যে একটি Memorandum of Understanding (MoU) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পরবর্তী বৈঠকে স্বাক্ষরিত হবে;

ঘ) পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে উভয় দেশের সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা, উত্তমচর্চা ও সাফল্যসমূহ বিনিময়;

ঙ) সেচ, জলবিদ্যুৎ, বন্যা ব্যবস্থাপনা, নৌ-পথ, পর্যটন ইত্যাদি পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে সহযোগিতার লক্ষ্যে অভিন্ন নদীসমূহের অববাহিকাভিত্তিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা;

চ) JEC এর পরবর্তী বৈঠক উভয়পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সুবিধাজনক সময়ে ঢাকায় অনুষ্ঠানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

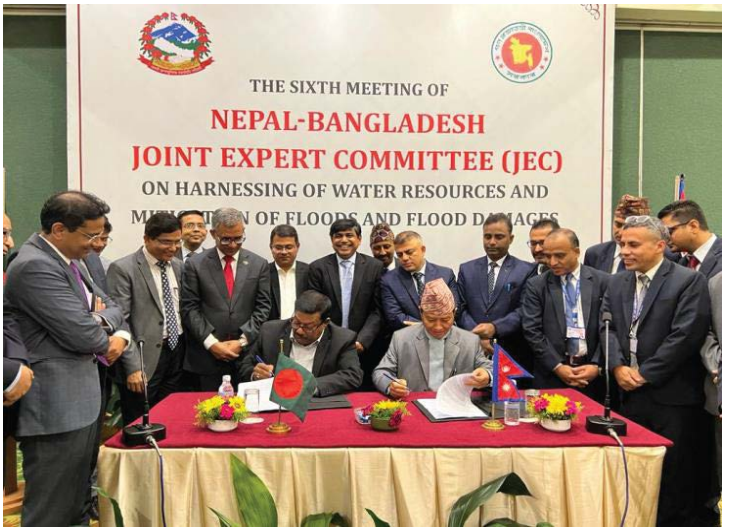

২৮ জুলাই, ২০২২ নেপালের কাঠমুন্ডুতে Bangladesh-Nepal Joint Expert Committee (JEC)-এর বৈঠক।

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ কারিগরি সমীক্ষা দলের ১ম বৈঠক

গত ২৯ মে, ২০২৩ তারিখে ঢাকায় "Nepal Bangladesh Joint Technical Study Team (JTST) on Harnessing of Water Resources and Mitigating Floods and Flood Damages" ১ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষের নেতৃত্ব প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান, যুগ্মসচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং নেপাল পক্ষের নেতৃত্ব প্রদান করেন নেপাল সরকারের এনার্জি, পানি সম্পদ ও সেচ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব শিশির কৈরালা।

বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়ঃ

ক) পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যৌথ সহযোগিতা;

খ) সেচ ব্যবস্থাপনা এবং উত্তম চর্চাসমূহ বিনিময়ে যৌথ সহযোগিতা;

গ) জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত যৌথ সমীক্ষা;

ঘ) পানি সম্পদের আহরণ এবং বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন সংক্রান্ত যৌথ গবেষণা এবং সমীক্ষা;

ঙ) অভিন্ন নদীসমূহের অববাহিকাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা;

চ) পানি সম্পদ খাতে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উভয় দেশের পেশাজীবীদের মধ্যে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়;

ছ) JTST এর কার্যপরিধি ও কর্মপরিকল্পনা পুনঃনির্ধারণের সুপারিশ করা হয়; সমঝোতা স্মারক এর কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত কারিগরি কমিটি গঠণের জন্য সুপারিশ করা হয়।

Nepal-Bangladesh Joint Technical Study Team (JTST) এর ১ম বৈঠক, ২৯ মে ২০২৩, ঢাকা।

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নেপাল-বাংলাদেশ যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির ৭ম বৈঠক

গত ৩০ মে, ২০২৩ তারিখে "Nepal Bangladesh Joint Expert Committee (JEC) on Harnessing of Water Resources and Mitigating Floods and Flood Damages" এর ৭ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশ পক্ষের নেতৃত্ব প্রদান করেন জনাব নাজমুল আহসান, সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং নেপাল পক্ষের নেতৃত্ব প্রদান করেন নেপাল সরকারের এনার্জি, পানি সম্পদ ও সেচ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব গোপাল প্রসাদ সিগাদেল। বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়ঃ

ক) পানি সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়ের উভয় দেশের সংশ্লিষ্ট পেশাজিবীদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অভিজ্ঞতা, উত্তমচর্চা ও সাফল্যসমূহ বিনিময়;

খ) সেচ ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন যৌথ সহযোগিতা;

গ) জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর যৌথ গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনা;

ঘ) পানি সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, বন্যা ও বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমন করণীয় বিষয়ের উপায় উদ্ভাবনের জন্য যৌথ গবেষণা ও সমীক্ষা পরিচালনা;

ঙ) উভয় দেশের পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের মধ্যে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়;

চ) অভিন্ন নদীর অববাহিকাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন;

ছ) JTST এর কার্যপরিধি ও কর্মপরিকল্পনা পুনঃনির্ধারণের সুপারিশ অনুমোদন;

জ) হাইড্রো-মেটিওরোলজিক্যাল (Hydro-Meteorological) তথ্য-উপাত্ত (Data and Information) বিনিময়ের উভয় দেশের মধ্যে Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষর।

Bangladesh-Nepal Joint Expert Committee (JEC) এর ৭ম বৈঠক, ৩০ মে ২০২৩, ঢাকা।

নেপাল-বাংলাদেশ সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর

গত ২৯ মে, ২০২৩ তারিখে ঢাকায় "Nepal Bangladesh Joint Technical Study Team (JTST) on Harnessing of Water Resources and Mitigating Floods and Flood Damages" ১ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ৩০ মে, ২০২৩ তারিখে "Nepal Bangladesh Joint Expert Committee (JEC) on Harnessing of Water Resources and Mitigating Floods and Flood Damages" এর ৭ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ ও নেপালের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে Sharing of Real-time Hydro-meteorological data and information for Flood Forecasting and Warning বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়।

নেপাল-বাংলাদেশ সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর, ৩০ মে ২০২৩, ঢাকা।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের বিষয়ে সহযোগিতা

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সমঝোতা বিদ্যমান আছে। সমঝোতা অনুযায়ী উভয় পক্ষ পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত নীতিমালা এবং প্রবিধান, গবেষণা এবং উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করতে সম্মত হয় যার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপঃ

- আন্তর্জাতিক পানি ফোরামে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি ঘটিত দুর্যোগ হ্রাস, নদী শাসন, পানি সম্পদের ব্যবহার এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা;
- ইয়ালুং জাংবো/ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সমতা এবং ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে অত্র অঞ্চলের সীমান্ত নদীসমূহের পানি সম্পদের ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করা।

উল্লিখিত সমঝোতার আলোকে বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে চীনা কর্তৃপক্ষ জুন ২০০৬ সাল থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের উজানে চীনের তিনটি স্টেশন যথাঃ Nuxia, Nugesha, Yangcun এর বর্ষা মৌসুমের (০১ জুন থেকে ১৫ অক্টোবর) বন্যা সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রকে সরবরাহ করে আসছে। পরবর্তীতে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখে দু'দেশের মধ্যে *Provision of Hydrological Information of the Yalu Zangbu/Brahmaputra River in Flood Season by China to Bangladesh* বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক *(Memorandum of Understanding)* স্বাক্ষরিত হয়। এরই আওতায় *Implementation Plan* দু'পক্ষ কর্তৃক গত ২০ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে *Hydrological* তথ্য ও উপাত্ত বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সেপ্টেম্বর, ২০০৮ মাসে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ শেষ হবার প্রক্ষিতে গত জুন ২০১৪ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'দেশের পানি সম্পদ সচিব/ভাইস মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে তা ০৫ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। এ সমঝোতা স্মারকের আলোকে তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ সংক্রান্ত Implementation Plan গত মার্চ, ২০১৫ মাসে চীনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ও চীনের সচিব/ভাইস মিনিস্টার পর্যায়ের বৈঠকে স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরবর্তীতে, সমঝোতা স্মারক ও এর Implementation Plan-টি জুলাই, ২০১৯ মাসে চীনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ০৫ বছরের জন্য পুনরায় নবায়ন করা হয়।

অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ও ভারত হিমালয় হতে উৎপন্ন তিনটি আন্তর্জাতিক বৃহৎ নদী যথা-গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও বরাক/মেঘনার একই অববাহিকাভূক্ত দেশ। নদী তিনটির অন্যান্য অববাহিকাভূক্ত দেশ হচ্ছে- নেপাল, ভূটান ও চীন। এ অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা আবর্তিত হচ্ছে পানিকে ঘিরে। এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর। বিষয়টি যথার্থতা উপলব্ধি করে গত সেপ্টেম্বর, ২০১১ সময়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার একটি যুগান্তকারী Framework Agreement on Cooperation for Development স্বাক্ষর করেছে।

উক্ত Framework Agreement এর ২নং অনুচ্ছেদে বিধৃত আছে যে, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনের মাধ্যমে পারস্পরিক সুফল অর্জনের লক্ষ্যে উভয় দেশ অববাহিকাভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সম্ভাবনা ক্ষতিয়ে দেখবে।

গত জুন, ২০১৫ মাসে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উভয় প্রধানমন্ত্রী Framework Agreement এর ২নং অনুচ্ছেদের আলোকে যৌথ অববাহিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অভিন্ন নদীর পানি বণ্টনসহ সার্বিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ইস্যুসমূহ নিয়ে আলোচনা করার অঙ্গীকার পুনঃব্যক্ত করেন।

আগস্ট, ২০১৯ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-ভারত পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি কমিটিকে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতার নিমিত্ত কিছু সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র যথা-বন্যা পূর্বাভাস, পলি ব্যবস্থাপনা, নদী দূষণ, পানি ব্যবহারে দক্ষতা, উত্তম চর্চা (Best Practices) বিনিময় চিহ্নিতকরণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করে।

গত ৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি পর্যায়ের বৈঠকে পানি সম্পদ খাতে সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিরূপণ যেমনঃ অববাহিকা ভিত্তিক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর নাব্যতা ও পলি ব্যবস্থাপানা, নদীর পানি দূষণ রোধ, পানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উত্তম চর্চার বিনিময় বিষয়ে একটি Joint Technical Working Group (JTWG) গঠনের বিষয়ে উভয় পক্ষ সম্মতি জ্ঞাপন করে।

গত ২৩ আগস্ট, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ পানি সম্পদ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে যৌথ নদী কমিশনের কারিগরি কমিটিকে পানি সম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতার নিমিত্ত কিছু সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র যথাঃ পলি ব্যবস্থাপনা, নদী দূষণ, নৌ-চলাচল, ইকোসিস্টেম ব্যবস্থাপনা, পানি ব্যবহারে দক্ষতা, উত্তম চর্চা (Best practice) বিনিময় এবং Environmental Flow নির্ণয় ইত্যাদি বিষয় চিহ্নিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর মধ্যে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর কার্যক্রমসমূহের লক্ষ্যমাত্রা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যে অন্তর্ভূক্ত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন এর অধীনস্থ বিভিন্ন কমিটির ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals)

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা SDG-6.5.2 বাস্তবায়নে আন্তঃসীমান্ত নদীর অববাহিকাভিত্তিক সমন্বিত পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত SDG-6.5.2 এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩৮%।

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) এর সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণ

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)-এর আমন্ত্রণে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাজমুল আহসান ১৯-২১ জুন ২০২৩ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত Integrated Water Resources Management (IWRM) বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের ১৮তম সভায় যোগদান করেন।

UNECE এর সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাজমুল আহসান।

প্রশিক্ষণ

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কর্মসূচীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
-	২০২২-২৩	-	-

স্থানীয় প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি

ক্রমিক সংখ্যা	সময়কাল	কর্মসূচীর সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২০২২-২৩	৮	৮

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

বাজেটের প্রকৃতি	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বরাদ্দ (সংশোধিত)	জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয়	মন্তব্য
পরিচালন বাজেট	৬৯৭.৮০ লক্ষ টাকা	৬৩৩.১৮ লক্ষ টাকা	সংশোধিত বাজেটের বরাদ্দকৃত ৫.১০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়নি। অব্যয়িত ৫৯.৫২ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা করা হয়েছে।

যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ দপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহের তথ্যাদি

- ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে প্রায় ৭৫% নথি নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।
- দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্য বিদ্যমান ফাইল প্রদানের পদ্ধতির কয়েকটি ধাপ কমিয়ে সহজীকরণ করা হয়েছে।
- ১৯৯৬ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি অনুযায়ী প্রতিবছর ভারতের ফারাক্কায় এবং বাংলাদেশের পাবনা জেলার হার্ডিঞ্জ সেতুর নিকট প্রাপ্ত ১০ দিনের গড় প্রবাহ (১ জানুয়ারি হতে ৩১ মে সময়কালের) সম্বলিত প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রতি ১০ দিন অন্তর যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
- অত্র কমিশনের লাইব্রেরীকে Interactive Library Information System with Local Area Networking এর মাধ্যমে ডিজিটাল লাইব্রেরীতে রুপান্তর করা হয়েছে। এর ফলে মূল্যবান, অতিপুরনো ডকুমেন্ট/রিপোর্টসমূহ স্ক্যান কপি করার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের পাশাপাশি লাইব্রেরীতে রাখা বিভিন্ন বই, রিপোর্ট, জার্নাল ইত্যাদির দ্রুত অনুসন্ধান করাও সম্ভব হচ্ছে।
- Electronic Attendance System ব্যবহার করা হচ্ছে।
- দপ্তরের ওয়েবসাইট সবসময় হালনাগাদ রাখা হচ্ছে।
- যৌথ নদী কমিশনের কার্যক্রম প্রচারের লক্ষ্যে একটি অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ (Joint Rivers Commission, Bangladesh) চালু রয়েছে যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব নাজমুল আহসান যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ পরিদর্শন করেন।